দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 DEC 1997
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

116

ইসলামী ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ১০ ডিসেম্বর ॥ ক্যাম্পাস সরগরম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ আগামী ১০ ডিসেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন '৯৮ অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচনে মোট ১৬১ শিক্ষকের নাম ভোটার তালিকায় স্থান পেয়েছে। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং ১০টি সদস্যপদসহ মোট ১৫টি পদের জন্য নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ করা শুরু হয়েছে এবং আজ ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা নেয়া হবে। মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ প্রকাশ করা হবে আজই। প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ৭ ডিসেম্বর। ১০ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটা থেকে অনুষদ ভবনের ২১৫ নং সেমিনার কক্ষে বিরতিহীনভাবে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। ফলাফল প্রকাশ এই একই দিনে হবে।

শিক্ষক সমিতির এবারের নির্বাচন বিগত বছরগুলোর তুলনায় বেশ জমজমাট ও তোড়জোড়ভাবে হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সরগরম হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন মতাবলম্বীর নানা ধরনের গুজব ও সাজ সাজ রবে ক্যাম্পাস ক্রমেই মুখর হয়ে উঠছে। শিক্ষকদের তিনটি ফোরাম তাদের কাজকর্মে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছে।

এবারের নির্বাচনে শিক্ষকদের যে তিনটি ফোরাম তৎপরতা চালাচ্ছে তাহলো বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত "শাপলা ফোরাম", বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সমন্বয়ে "জিয়া পরিষদ", শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত "গ্রীন ফোরাম"।

তবে ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য এই নির্বাচনে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে 'শাপলা ফোরাম'। ৬০ শিক্ষক এই সংগঠনের সদস্য। কয়েকদিনের মধ্যেই শাপলা ফোরামের একক নির্বাচনী প্যানেল ঘোষণা করা হবে বলে জানা যায়। উপরোল্লিখিত তিনটি ফোরাম পৃথকভাবে প্যানেল দিলে শাপলা ফোরামের জয় নিশ্চিত গণ্য করা যায়।

জিয়া পরিষদ এবারের নির্বাচনে প্যানেল নির্বাচন নিয়ে নিজেদের মধ্যে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জিয়া পরিষদের এ গ্রুপ চাচ্ছে এককভাবে নির্বাচনী প্যানেল ঘোষণা করতে। অপর এক গ্রুপ জামায়াতপন্থীদের সাথে যৌথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে এবং তৃতীয় গ্রুপ চাচ্ছে প্রগতিশীল শাপলা ফোরামের সাথে যৌথভাবে প্যানেল ঘোষণা করতে। জানা যায়, জিয়া পরিষদের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৫১।

জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত" গ্রীন ফোরামের" অধিকাংশ শিক্ষক জিয়া পরিষদের সাথে যৌথভাবে নির্বাচনী প্যানেল ঘোষণার পক্ষে মত দিয়েছেন বলে জানা যায়। তবে তাঁরা এক্ষেত্রে শিক্ষক সমিতির ১৫টি পদের মধ্যে ৮টি পদ (সভাপতিসহ) দাবি করেছে। অপরপক্ষে জিয়া পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, তারা জামায়াতপন্থীদের সাধারণ সম্পাদকসহ নিচের সারির ৫/৬ টি পদের বেশি দিতে রাজি নয়। এই পরিস্থিতিতে জিয়া পরিষদ ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে তিক্ততা দেখা দিয়েছে। তবে অনেকেই ধারণা করছেন যে, এবারও শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে জামায়াত-বিএনপিপন্থী উভয় ফোরামই স্বার্থের কিছু কিছু ছাড় দিয়ে শেষ পর্যন্ত যৌথভাবে প্যানেল ঘোষণা করবে। জামায়াতপন্থীদের সদস্য সংখ্যা ৪১ জন।

এছাড়া, ১২/১৫ শিক্ষক রয়েছেন যারা প্রত্যক্ষভাবে কোন ফোরামের পক্ষে নন। এঁরা যোগ্যতা ও মুখ দেখে প্রার্থীদের ভোট প্রদান করে থাকেন।

বর্তমানে শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদে একটি সদস্যপদ ছাড়া অন্য সকল পদে জামায়াত-বিএনপি'র যৌথ প্যানেলের শিক্ষকগণ রয়েছেন।